নিয়ামতের মূল্যায়ন করুন

27-October-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফেরেশতা আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। **(মুজামুল কাবির, ৮/১৩৪, ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদিনার কিতাব “উয়ূনুল হিকায়ত (প্রথম খন্ড)” ২৬৯ পৃষ্ঠা থেকে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শুনুন আর তা থেকে পাওয়া মাদানী ফুলের সুগন্ধি সুবাস দ্বারা নিজের অন্তরের মাদানী ফুলদানীকে সুগন্ধিময় করার চেষ্ঠা করুন।

গুনাহ থেকে বাঁচার এক অনন্য দোয়া

হযরত মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইউনুস বিন ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন যুগের প্রসিদ্ধ আউলিয়াগণের মধ্যে হতে একজন। অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করতো আর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং এটি যৌবন কালের অবস্থা ছিলো। তিনি নিজের যৌবনকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য ওয়াক্বফ করে ছিলেন। একবার তিনি মসজিদ থেকে আসতেছিলো যে হটাৎ রাস্তাতে একজন যুবতী মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়লো অন্তর কিছুক্ষণের জন্য তার দিকে ধাবিত হয়ে গেলো কিন্তু এরপর সাথে সাথে আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হলেন

এবং আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন আর এই শব্দসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করলেন: হে আমার প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে চোখ দান করেছো যা অনেক বড় নিয়ামত কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে কখনো যেনো এই চোখগুলোর কারণে আমি আযাবে পতিত হয়ে না যায় আর চোখ আমার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে না দাড়ায়, হে আমার রব! তুমি আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নাও। যখনই তিনি দোয়া থেকে অবসর হলেন, চোখের দৃষ্টি চলে গেছে আর তিনি অন্ধ (Blind) হয়ে গেলেন অতএব তিনি তাঁর ভাতিজাকে সঙ্গে রাখতেন যিনি নামাযের সময় তাঁকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন আর অন্যান্য প্রয়োজনেও তিনি তার সাহায্য নিতেন। তাঁর ভাতিজা তাঁকে মসজিদে দিয়ে যেতেন আর সেই বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতো। যখন তিনি কোন প্রয়োজনের সম্মুখিন হতেন তাকে ডেকে নিতেন এভাবে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। একবার তিনি মসজিদে ছিলেন, তাঁর স্বীয় শরীরে হামাগুড়ি দিয়ে কোন কিছু একটি চলতে অনুভূতি হলো, তাঁর ভাতিজাকে আওয়াজ দিলেন কিন্তু সেই বাচ্চাদের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত ছিলো আর তাঁর পাশে আসতে পারলো না।

তাঁর ভয় ছিল যে কোন ক্ষতি যেন না হয়। অতএব তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে পুনরায় এই শব্দসমূহ দ্বারা প্রার্থনা করতে লাগল: হে আমার দয়ালু আল্লাহ! তুমি আমাকে চোখের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলে যেটা আনেক বড় নিয়ামত ছিলো আর আমার ভয় ছিলো যে এই চোখ অসৎ ব্যবহারের কারণে আমি আযাবে জড়িয়ে যাবো, যেহেতু আমি তোমার নিকট দোয়া করেছিলাম যে আমার দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নিন, হে আমার মাওলা! এখন আমার এই ভয় রয়েছে যে যদি আমার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে না আসে তাহলে এটা আবার আমার জন্য পরীক্ষা ও

লাঞ্ছনার কারণ হয়ে যাবে কেননা আমি এখন দেখতে পায়না, কোন অনিষ্ট প্রাণী আমাকে ক্ষতি করতে পারে আর বার বার নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় যার ফলে আমার অনেক কষ্ট হয়, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি পূনরায় ফিরিয়ে দিন যেন লাঞ্ছনা ও লোকদের মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচতে পারি। হযরত মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে এখনো সেই বুযুর্গ দোয়া থেকে অবসরও হয়নি তার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় চলে আসলো আর এখন সে নিজে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আপন ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আমি তাকে উভয় অবস্থায় দেখেছি অর্থাৎ এমতাবস্থাতেও দেখেছি যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং এই অবস্থাও দেখেছি যে দোয়ার বরকতে তাঁর পুনরায় চোখের নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে। তিনি পূর্বের ন্যায় এখনোও নিজে মসজিদে যেতেন আর আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন! আমাদের বুযুর্গগনের কিরুপ খোদাভীরু, লজ্জাশীলতা, নামাযের প্রতি যত্নবান, মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী ছিলেন যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকৃত অর্থের মর্ম ও মূল্য বুঝতেন, অনিচ্ছায় যদি কোন বেগানা নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে যেতো তখন তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় এসে নির্লজ্জদের মত তার সৌন্দর্য ও উৎকর্ষে মগ্ন হয়ে যাওয়া, তার পিঁছু নেয়া এবং মনের মধ্যে তার সম্পর্কে নোংরামী খিয়াল আনার পরিবর্তে নিজের কৃতকর্মের কারণে অনেক লজ্জিত হতেন কেননা তাদের এই প্রকৃত ইলম ছিলো যে চোখ একটি আল্লাহ পাকের মহান নিয়ামত, যেটাকে নেক ও জায়িয কাজে ব্যবহার করা মানে এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞ প্রকাশ করা তবে নাজায়িয কাজে ব্যবহার করা সরাসরি বোকামী ও মূল্যহীনের সাথে সাথে

নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে নেয়া, আর যখন এটা দেখতো যে আমরা এই নিয়ামতের হক আদায় করতে পারবো না তখন আল্লাহ পাকের দরবারে এই নিয়ামত উঠিয়ে নেয়ার জন্য দোয়া করতেন যেনো দ্বিতীয়বার কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে না যায়, এখানে একটি মাসআলাও মনে রাখবেন যে, অনিচ্ছায় হঠাৎ কোন বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টি যাওয়ার পর সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া ওয়াজিব আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেয়া জায়িয নেই যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি দিওনা (অর্থাৎ হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নিন আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি করো না) কেননা প্রথম দৃষ্টি জায়িয আর দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়িয।

(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, হাদীস: ২৭৮৬, ৪/৩৫২)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, প্রথম দৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা অনিচ্ছাকৃত) বেগানা মহিলার প্রতি পড়ে যায় আর দ্বিতীয় দৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয়বার তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা। যদি প্রথম দৃষ্টিও না সরিয়ে নেয় তবে সেটাও দ্বিতীয় দৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত এবং সেটাতেও গুনাহ হবে। **(মিরআতুল মানাজি, ৫/১৭)**

বয়ানকৃত ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাও পেলাম যে চোখের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের নেক বান্দা মসজিদে গিয়ে জামআত সহকারে নামায আদায় করতেন আর তাদের মানসিকতা ছিলো যে চোখের নিয়ামত বিদ্যমান না থাকে তাতে কি হয়েছে অন্যান্য নিয়ামত যেমন হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গতো নিরাপদ রয়েছে, আর এই বুযুর্গগণতো জামআতে নামায আদায় করার সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য কোন

উপায় গ্রহণ করে মসজিদে পৌঁছে যেতো, হায়! এই বুযুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে আমরাও নিয়ামতের প্রকৃত অর্থে ধন্য হতে পারতাম, চোখের হিফাযত ও মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো, জামআতে নামায আদায় করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যেতো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদেরকে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামআতে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়ার মানসিকতা দেওয়ার জন্য নেক আমল নাম্বার ২ 'র মধ্যে বলেন: আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে আদায় করেছেন?

এ নেক আমল সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা, "নেক আমল পুস্তিকায়" বলেন: কেবল এই নেক আমলের উপর যদি কেউ প্রকৃত অর্থে যত্নবান হয়ে যায় তাহলে তার তরী পার হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির খাতটি উন্নয়ন ও শীর্ষে (Peak) রয়েছে এবং আগত দিনে নিত্য নতুন বিশেষজ্ঞ ও আবিষ্কারক সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি নিত্য নতুন যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বরং অসংখ্য বস্তুর হিসাব-নিকাশ সহজে করে নিচ্ছে, কিন্তু কুরবান হয়ে যান যে এত উন্নতীর সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যেটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহ গণনা করতে পারবে, আল্লাহ পাকের নিয়ামত অগনিত, যা আজ পর্যন্ত না কেউ গণনা করতে পারছে আর না ভবিষ্যতেও কেউ গণনা করতে পারবে।

১৪ পারা সূরা নাহল আয়াত ১৮ তে আল্লাহ পাক আপন নিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

(পারা ৪, নাহল: ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে বান্দার সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের যতো নিয়ামতসমূহ রয়েছে, যেমন সুস্থ শরীর, রোগ থেকে সূরক্ষিত একটি শরীর, সুস্থ চোখ, প্রশান্তিময় আকল, এমন শ্রবণশক্তি যা বস্তুসমূহ বুঝতে সাহায্য করে, হাত দ্বারা স্পর্শ করা, পা দিয়ে চলা ইত্যাদি যতো নিয়ামত বান্দাকে দান করেছে, যেমন বান্দাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলো এত অধিক যে এগুলো গণনা (Counting) করা সম্ভবই না এমনকি যদি কেউ আল্লাহ পাকের ছোট্ট নিয়ামতের জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করে তো সেটা সে অর্জন করতে পারবে না তাহলে ঐসব নিয়ামত সমূহের ব্যাপারে কি বলবেন যা সমস্ত সৃষ্টি একসাথে মিলেমিশেও গণনা করতে পারবে না, এই জন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহ গণনা করার চেষ্টা করো আর এই কাজে নিজের জীবনটা ব্যয় করে দাও তারপরও এর উপর সক্ষম হতে পারবে না। **(খাযন, নাহল, ৩,১৮/১১৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো যে আমরা আমাদের অনেক জীবনতো শেষ করতে পারি কিন্তু লক্ষবার চেষ্টা করার সত্ত্বেও এই পবিত্র সত্তার নিয়ামত সমূহকে কখনো গণনা করতে পারবো না আর না তার

নিয়ামতসমূহের মধ্যে হতে একটি নিয়ামতের হক আদায় করতে পারবো। তায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তাধারা এটা যে, যেভাবে আমরা সম্পদশালী, সুস্থতা, সমৃদ্ধি, যৌবন ও প্রজ্ঞা ইত্যাদির কথা চিন্তা করি থাকি আর কেবল এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহের গুণগান করি আর এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এভাবে আমাদের উচিত যে অসহায় ও দরিদ্র, অসুস্থতা, অপারগতা, দুর্দশা, বার্ধক্য ও দূর্বলতা এবং বিপদগ্রস্ত অবস্থাতেও লোকদের সামনে এসে অভিযোগের পরিবর্তে ও নিজের দুঃখ-কষ্ট শুনানোর পরিবর্তে তাঁর অন্যান্য নিয়ামতের কথা স্বরণ করে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হওয়া আর নিয়ামত সমূহের উপর বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কেননা প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতো অযোগ্যরা তো উপযুক্তও (Capable) ছিলাম না যে আমাদের নিয়ামত দেওয়া হবে, নিয়ামত পাওয়ার কারণেতো এটা হওয়া উচিত ছিলো যে আমরা এগুলোর শোকরিয়া আদায়ার্থে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজ করা এবং তাঁর নাফরমানীমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, কিন্তু আফসোস! এখন অনেক মুসলমান অন্যদের থেকে দেখা-দেখি নিয়ামত পাওয়ার প্রতি ও খুশিতে অনেক সময় যেমন আকিকা, বিয়ে-শাদী ও স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদিতে প্রায় সময় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে مَعَاذَ الله অন্তর খুলে গান-বাজনা, অদ্ভুত খেলা-ধোলা, আর শরীয়ত পরিপন্থী প্রচলনসমূহ ইত্যাদির মত শয়তানী কাজের মাধ্যমে নিজের পরকালকে ধ্বংস করছে এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিতা অর্জন করছে। মনে রাখবেন! নিয়ামতের কৃতজ্ঞা প্রকাশ করার এই রীতি মোটেও সঠিক নয় বরং এটাতো নিয়ামতের মারাত্মক অমূল্যায়ন করা কেননা গান-বাজনা শুনা, শুনানো নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ বিশেষ করে

নিয়ামত অর্জিত হওয়াতে গান-বাজনা করা তো অনেক মন্দ কাজ। আসুন! গান-বাজনার ধ্বংস সম্পর্কে ৩টি বর্ণনা শুনি ও শিক্ষা অর্জন করি:

(১) দুইটি আওয়াজের প্রতি দুনিয়া ও পরকালে অভিশাপ রয়েছে: (১) নিয়ামতের সময় বাজনা বাজানো (২) মুসিবতের সময় চিৎকার চেচামেচি করা। **(আল কামিল ফি দুয়াফায়ির রিজাল, ৭/২৯৯)**

(২) যে ব্যক্তি গায়কের নিকট বসে, কান লাগিয়ে গভীরভাবে শুনে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার কানে শিশা ঢেলে দিবে।

(ইবনে ইসাকির, খন্ড ৫১, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়তী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: গান-বাজনা থেকে নিজেকে রক্ষা করো কেননা এটা কামভাবকে বৃদ্ধি করে আর অন্যকে ধ্বংস করে এবং এটা মদের স্থলাভিষিক্ত, এর মধ্যে নেশার মত প্রভাব রয়েছে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৮০, হাদীস:৫১০৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের স্পৃহায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো, যার অনুমান এই বিষয় দ্বারা করা যেতে পারে যে এই সম্মানিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পরীক্ষায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও কারো সম্মুখে তাঁদের পেরেশানী প্রকাশ করে অকৃতজ্ঞকারী হতেন না, যদি কেউ তাদের মুসিবত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত শান্তিতে (খরভব) জীবন অতিবাহিত করা ও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রতি অবাক হতেন তখন এই সম্মানিত বুযুর্গগণ আল্লাহ পাকের অন্যান্য নিয়ামত সমূহ, দয়া ও অনুগ্রহের কথাটি এত সুন্দরভাবে উল্লেখ করতেন, যেটা শুনে এই অনুভূতি হতো যেন তাদের নিকট সব ধরণের বিলাসিতা রয়েছে। আসুন! এমনই ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বুযুর্গর একটি ঈমান উদ্দীপক

ঘটনা শ্রবণ করি এবং তা থেকে অর্জনকৃত মাদানী ফুলকে নিজের অন্তরের মাদানী ফুলদানীতে সাজানোর চেষ্টা করি,

১২জন আরোহীর কাফেলা

হযরত ইমাম আউযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে একজন বুযুর্গ এই ঘটনা শুনান যে আমি অলীগণের খুঁজে সর্বদা পেরেশান থাকতাম আর তাদের আস্তানা তালাশ করার জন্য মরুভূমি, পাহাড় এবং জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম যেনো তাদের সংস্পর্শে ফয়েয প্রাপ্ত হতে পারি। একদিন এই উদ্দেশ্যে (Purpose) মিসরের দিকে রওয়ানা হলাম, যখন আমি মিসরের নিকট পৌঁছলাম তখন নির্জন স্থানে একটি তাবু দেখলাম, যেখানে একজন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলো, যার হাত, পা, এবং চোখ কুষ্ঠরোগে ধ্বংস হয়ে গেয়েছিলো কিন্তু এই অবস্থায়ও সেই মহান সাহসী এ শব্দসমূহের সাথে আপন রবের প্রশংসা করছে, হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার ঐ প্রশংসা করছি যেটা তোমার সৃষ্টির সমপরিমাণ। হে আমার রব! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত সৃষ্টির হামদের সমপরিমাণ। হে আমার প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং তুমি সবার উপর মার্যাদা রাখো, আমি এই নিয়ামতের প্রতি তোমার প্রশংসা করছি যে তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে অনেক লোকদের থেকে আমাকে উত্তম বানিয়েছেন।

সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি এই ব্যক্তির অবস্থা দেখলাম তখন আমি বললাম: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এই ব্যক্তিকে এটা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো যে হামদ (তথা প্রশংসার) এই পবিত্র শব্দাবলি কি তোমাকে শিখানো হয়েছে নাকি তোমার ইলহাম (Revelation) হয়েছে? যেহেতু এই উদ্দেশ্যই আমি তার নিকট গিয়েছি

আর তাকে সালাম জানিয়েছি, তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়েছেন। আমি বললাম: হে খোদাভীরু! আমি আপনার নিকট একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায়, আপনি কি আমাকে উত্তর দিবেন? তিনি বললেন: যদি আমার জানা থাকে থাহলে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই উত্তর দিবো। আমি বললাম: সেটা কোন নিয়ামত যার কারণে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছেন আর সেটা কোন মর্যাদা যার ফলে আপনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন? (অথচ আপনার হাত, পা, এবং চোখ ইত্যাদি সব ধ্বংস হয়ে গেছে তারপরও আপনি প্রশংসা করছেন) ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন: আপনি কি দেখছেন না আমার রব আমার সাথে কি আচরণ করেছেন? আমি বললাম: কেন নয়, আমি সব দেখতেছি। অতঃপর সে ব্যক্তি বলতে লাগলো: দেখো! যদি আল্লাহ পাক চান তাহলে আমার উপর আসমান থেকে আগুন বর্ষন করতো যা দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে ছায় বানিয়ে দিতো, যদি সেই প্রতিপালক চাইতেন পাহাড়কে নির্দেশ দিতো আর সে আমাকে ধ্বংস করে দিতো, যদি আল্লাহ পাক চায়তো সমুদ্রকে নির্দেশ করতো যেটা আমাকে ডুবিয়ে দিতো অতঃপর যমিনকে নির্দেশ দিতো তাহলে সে আমাকে ধ্বঁসে দিতো কিন্তু দেখো, আল্লাহ পাক আমাকে এ সমস্ত মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন অতঃপর আমি আপন রবের কৃতজ্ঞতা কেন আদায় করবো না? আর সেই পবিত্র সত্তাকে কেন ভালবাসবো না? **(উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১৪৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ কিছু নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সত্ত্বেও এমন ধৈর্যশলী ও কৃতজ্ঞ থাকতেন যে, মনেহয় যেন সেই নিয়ামত তাদের কাছ

থেকে হারিয়েই যায়নি। তাই আমাদের উচিত যে আমরা যেনো সেই নেককার ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ ও নিয়ামতের প্রতি শুকরিয়া আদায় করার অভ্যাস করা কেননা এই উভয় এমন মহান ও সুন্দর অভ্যাস যার বরকতে বান্দা সিদ্দিকিয়তের মত উচ্চপদে অদিষ্টিত হয়ে যায়।

ধৈর্যধারণকারীদের মর্যাদা

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম লাউহে মাহফুযে এটা লিখলেন যে আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নয়! মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার রাসূল। যে আমার ফয়সালাকে মেনে নিয়েছে আর আমার প্রদত্ত মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেছে এবং আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তাকে “সিদ্দিক” লিখেছি ও তাকে সিদ্দিকিনদের সাথে উঠাবো আর যে ব্যক্তি আমার ফয়সালাকে মেনে নেয়নি ও আমার প্রদত্ত মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেনি আর আমার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করেনি সে আমি ব্যতীত যাকে চায় নিজের মাবুদ বানিয়ে নেয়।

(তাফসিরে কুরতুবী, পারা, ৩০, আল বুরুজ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ২২, ১০/২১০ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: মুমিন বান্দার প্রতিটি কাজ বিস্ময়কর এই জন্য তাঁর সমস্ত কাজে কল্যাণই কল্যাণ অন্যদিকে কাফের ও মুনাফিকদের এই মর্যাদা একেবারে অর্জন হয় না, যদি মুমিন বান্দার সুস্থতা ও নিরাপত্তা অর্জন হয় তখন তাতে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তারা এই জন্য কল্যাণকর কেননা তাকে কৃতজ্ঞকারী হিসাবে লিখে দেয়া হয় আর যখন কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখিন হয় তখন ধৈর্যশীল হিসেবে লিখে

দেন, যেটার প্রশংসা (Praise) কুরআনে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে কষ্টে থাকে, তার জন্য রহমতের দরজা খোলা থাকে, তখন এটা তার জন্য উত্তম তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত যে নিয়ামত পাওয়াতে নিয়ামত প্রদত্তকারীর শোকরিয়া আদায় করা এবং মুসিবত আসার মধ্যে ধৈর্যধারণ করা এবং যে জিনিসে তাঁর নির্দেশ রয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করে নেয়া, আর যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকা। **(ফয়যুল কাদীর, হুরুফুল আইন, ৪/৩৯৯ হাদীসের ব্যাখ্যা: ৫৩৮২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে এর সত্যটা স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে চলে আসবে কারণ আমাদের সম্পূর্ণ শরীরই আল্লাহ পাকের অগণিত প্রদত্ত নিয়ামতের সমাহার যেমন আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য জন্য শ্বাস, হাটার জন্য পা, ধরার জন্য হাত, দেখার জন্য চোখ, শুনার জন্য কান, সুগ্রাণ নেয়ার জন্য নাক, বলার জন্য জিহ্বা, খাবার হজম করার জন্য নাড়ি-ভূড়িসহ কতো নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, তাছাড়া না জানি আরো কেমন কেমন অগণিত ও অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে, যা থেকে আমরা রাত-দিন উপভোগ করছি কিন্তু প্রশ্ন এটা আসে যে আমরা কি কখনো এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সেগুলোর হক আদায় করার চেষ্টা করেছি নাকি مَعَاذَ الله এগুলোকে আমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানিমূলক কাজে ব্যবহার করে মহান পরাক্রমশালী ও আযাবে জব্বারের হকদার হচ্ছি? মনে রাখবেন! যেসব গোত্র আরাম আয়েশে মগ্ন হয়ে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে তারা ধ্বংসের গুহায় পতিত হয়েছে।

তাফসীরে “সিরাতুল জীনান” ৪র্থ খন্ড ২৭ পৃষ্ঠায় কিছুটা এভাবে রয়েছে:

গোত্রের উত্থান-পতন সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বিধান

কুদরতের বিধান এটা যে কোন গোত্রকে নিয়ামত দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়ামতকে শাস্তি দ্বারা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গোত্র তাদের নিজেদের মন্দ আমল সমূহের কারণে নিজেরা নিজেদেরকে ঐ নিয়ামতের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করে না। পূর্বের ও বর্তমান গোত্রের উত্থান - পতনের জন্য এই অটল বিধান যে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও হক আদায় করাতে নিয়ামত বেড়ে যায় আর অকৃতজ্ঞতা করার কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এখানে এই কথা মনে রাখবেন যে কুদরতের এই বিধান অমুসলিম গোত্রের সাথেই নির্দিষ্ট নয় বরং যদি মুসলমানরাও এই বিধানে চলে তখন আল্লাহ পাক তাদের থেকেও আপন প্রদত্ত নিয়ামত সমূহ পুনরায় নিয়ে নেন এবং তাদেরও লাঞ্ছনা ও অপদস্তের সম্মুখিন হতে হয় যেমনকি মুসলমানদের মধ্যে যাদের উত্থান - পতনের কারণ সমূহের জ্ঞান আছে, তারা ভালো করেই জানেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত ও তার হক আদায় করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্থানের এই মর্যাদার উপর অদিষ্ট থাকবে আর যখন থেকে মুসলমানরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও হক আদায় করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন থেকে অমুসলিমদের উপর তাদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লোপ পেতে থাকে।

(সিরাতুল জীনান: ৪/২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীরের অঙ্গসমূহের কি কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন?

হযরত মুহাম্মদ বিন হানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কোন বন্ধুর সনদ দিয়ে বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি হযরত আবু হাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরজ

করলেন: হে আবু হাযিম! চোখের কৃতজ্ঞতা কি? বললেন: এর মাধ্যমে যদি কোন ভালো বিষয় দেখো তাহলে সেটা ছড়িয়ে দাও আর যদি মন্দ বিষয় দেখো তাহলে সেটা গোপন করে নাও। আরজ করলেন: কানের শুকরিয়া কি? বললেন: যদি এই কানের মাধ্যমে উত্তম কথা শ্রবণ করো তাহলে সেটা মুখস্ত করে নাও আর যদি মন্দ কথা শ্রবণ করো তবে সেটা গোপন রাখো। আরজ করলেন: হাতের শুকরিয়া কি? বললেন: তা দ্বারা এমন জিনিস (যেমন অবৈধ সম্পদ ইত্যাদি) অর্জন করো না, যা তোমার জন্য জায়িয নয় এবং তার মধ্যে যা আল্লাহ পাকের হক রয়েছে (যেমন সদকায়ে ওয়াজিব ইত্যাদি) সেগুলো রেখে দিও না। আরজ করলেন: পেটের শুকরিয়া কি? বললেন: পেটের শুকরিয়া এটা যে তার নিচের অংশে খাবার থাকবে আর উপরের অংশে ইলম দ্বারা সজ্জিত থাকবে। আরজ করলো: লজ্জাস্থানের শুকরিয়া কি? উত্তরে তিনি (১৮ পারা সূরা মুমিনের) এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۵﴾
اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿۶﴾
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْعٰدُوْنَ ۚ﴿۷﴾

(পারা ১৮, মুমিন, ৫-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা যৌনাঙ্গগুলোকে সংযত রাখে, নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাদের ঐ শরীয়তসম্মত দাসীদের নিকট ব্যতীত যারা তাদের মালিকানাধীন। এতে তাদের তিরস্কার করা হবে না। সুতরাং যারা এ দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারই সীমালঙ্ঘনকারী।

আরজ করলো: পায়ের শুকরিয়া কি? বললেন: যদি তুমি এমন কোন জীবিত ব্যক্তিকে দেখো যার উপর তোমার ঈর্ষা হয়, এই পা দ্বারা তার মত আমল করো (অর্থাৎ নেক আমল করো) আর যদি এমন কোন

মৃতকে দেখো যা থেকে তুমি অসন্তুষ্ট (Disgust) থাকো তাহলে এই কদমগুলোকে সেই ব্যক্তির মত আমল করা থেকে বিরত থাকো (অর্থাৎ মন্দের দিকে কদম অগ্রসর করো না)। এভাবে তুমি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়কারী হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি কেবল মুখে শুকরিয়া আদায় করলো অঙ্গ দ্বারা করলো না, তাহলে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যার নিকট একটি কাপড় রয়েছে আর সে ব্যক্তি এর একটি কিনারা আকঁড়ে ধরলো কিন্তু পরিধান করলো না সেই কাপড় তাকে গরম, ঠান্ডা, বরফ ও বৃষ্টি থেকে নিরাপদ উপকার দিবে না। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৭৯, ৩৯৬৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের বুযুর্গদের পবিত্র জীবন আমাদের জন্য পথপ্রদর্শন, অকৃতজ্ঞতা শব্দটি তো মূলত তাঁদের ডিকশনারিতে কখনো ছিলই না কেননা এই মহান ব্যক্তিত্বগণের নিকট নিয়ামতের প্রকৃতঅর্থে মূল্যয়নকারী (Appreciators) ছিলো, এই আল্লাহ ওয়ালাগণ খোদায়ে খান্নান ও মান্নানের দান করা নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করা এবং এর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে কখনো উদাসীন হতেন না, এসব সম্মানিত ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতার ধরণ এমন সুন্দর ছিলো যে যখন তারা পানাহার, পোষাক পরিধান করা কিংবা যেকোন কাজ করে তখন আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা স্মরণ করতেন অনেক সময় তো আল্লাহ পাকের অনুগ্রহসমূহ গণনা করতে করতে, তাঁদের রাত অতিবাহিত হয়েযেতো, এমনকি এই ধারাবাহিকতা সকাল পর্যন্ত এভাবে অব্যাহত থাকতো। আসুন! উৎসাহ স্বরুপ কিছু বুযুর্গদের কৃতজ্ঞতার ধরণ লক্ষ করুন এবং আল্লাহ পাকের নিয়ামতের উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অভ্যাস করুন, যেমন

নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে কৃতজ্ঞ বান্দা বলার কারণ

হযরত সাদ বিন মাসউদ সাকফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে (কুরআনে করীমে) "عَبْدًا شَكُوْرًا" (অর্থাৎ কৃতজ্ঞাপন বান্দা) এই জন্য বলা হয়েছে যে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যখনই নতুন পোষাক পরিধান করতেন কিংবা খাবার খেতেন তখন আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন।

(শুকরকে ফাযায়ীল, ২৬ পৃষ্ঠা)

হযরত ইবনে নাবাতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রয়োজন সাড়তে গেলে তখন এই দোয়া পড়তেন: "بِسْمِ اللهِ الْحَافِظِ الْمُؤَدِّیْ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নামে যিনি নিরাপত্তা দানকারী, পূর্ণতাদানকারী।" অতঃপর যখন অবসর হতেন তখন হাত দিয়ে পেঠকে স্পর্শ করতেন আর বলতেন: يَا لَهَا مِنْ نِّعْمَةٍ لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ شُكْرَهَا অর্থাৎ কত মহান নিয়ামত, হায়! লোক এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জেনে নিতো। **(শুয়াবুল ঈমান, হাদীস: ৪৪৬৭, ৪/১১৩)**

হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধরন

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথা-বার্তা আরম্ভ করার সময় এভাবে বলতেন যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, হে আল্লাহ পাক! হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো, আমাদের রিযিক দান করছো, জ্ঞান দান করছো, মুক্তি দান করছো আর আমাদের কষ্ট দূর করছো, ইসলাম ও কুরআনের নিয়ামতের উপর তোমার কৃতজ্ঞতা, পরিবার-পরিবর্গ, ধন-সম্পদ এবং সুস্থতা ও পরিত্রাণের নিয়ামতের উপরও তোমার শুকরিয়া। তুমি আমাদের শত্রুদেরকে অপদস্ত করেছ, আমাদের রিযিকে বরকত দান করছো, এই উম্মতকে বিজয় দান

করছো, আমরা বিক্ষিপ্তদেরকে ঐক্য করেছ, আমাদেরকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য ও পরিত্রাণ দান করেছ, হে আমাদের রব! আমরা তোমার কাছ থেকে যা প্রার্থনা করেছি তুমি তা দান করেছ, ব্যস এর উপর তোমার নিকট অসংখ্য শুকরিয়া ও তোমার প্রদত্ত প্রতিটি নিয়ামতের শুকরিয়া, নতুন হোক বা পুরাতন, গোপনীয় হোক কিংবা দৃশ্যমান, বিশেষ হোক বা সাধারণ, অবশিষ্ট হোক বা শেষ এবং উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত, তোমার শুকরিয়া এই পর্যন্ত যে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও আর যখন তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তখনও তোমার শুকরিয়া। **(শুকর কে ফাযায়িল, ২৪ পৃষ্ঠা)**

সারারাতই নিয়ামতের আলোচনা

হযরত ইবনে আবি হাওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে হযরত ফুযাইল বিন আয়ায ও হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক রাতে সকাল পর্যন্ত একে অপরের সাথে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের আলোচনা করতে থাকেন, অতএব হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই নিয়ামত দান করেছেন, ঐ নিয়ামত দান করেছেন, আমাদের উপর এই অনুগ্রহ করেছেন, ঐ অনুগ্রহ করেছেন। (এভাবে সকাল পর্যন্ত অব্যাহত রইল)

(শুয়াবুল ঈমান, বাবে ফি তাদাদী, হাদীস: ৪৪৫২, ৪/১১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি কাজ হলো “তাফসীর শুনা ও শুনানোর হালকা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি এটা যে আমরা এর অনুসরণ ও আনুগত্যের আমল

করবো এবং তার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকবো এর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের একটি সর্বোত্তম বিরাট প্যাটফর্ম, আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে যেখানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও নেকী করা এবং শরীয়তের উপর আমল করার উৎসাহ দেওয়া হয়, সেখানে এই মানসিকতাও তৈরী করা হয় যে আমরা শরীয়তের অনুকরণ অনুযায়ী কিভাবে জীবনকে সুন্দর থেকে আরো সুন্দর করতে পারবো, জান্নাতের প্রস্তুতি কিভাবে করতে পারি? মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শতা, সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে হওয়া বয়ানসমূহ, দরস ও বয়ানের হালকা এবং ফজরের নামাযের পর "কুরআনের তাফসীর শুনার ও শুনানোর হালকা" সবকিছু একই বৈঠক। ফজরের নামাযের পর "তাফসীর শুনার ও শুনানোর হালকা" দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ। যার মধ্যে প্রতিদিন ৩টি কুরআনের আয়াত কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ সহকারে ও তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সিরাতুল জীনান। ফয়যানে সুন্নাতের দরস (কমপক্ষে ৪ পৃষ্ঠা) এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়া পাঠ করা হয়। ফজরের পর তাফসীরে কুরআন শুনার ও শুনানোর হালকার বরকতে মসজিদ আবাদ থাকে, কুরআন তিলাওয়াত শুনার সুযোগ হয়, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, কুরআন শরীফ পড়া ও পড়ানো এবং বুঝা ও বুঝানোর কথা কি বলবো যেমন,

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। **(বুখারী, ৩/৪১০ হাদীস: ৫০২৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফজরের পর তাফসীর শুনার ও শুনানোর হালকাতে অংশগ্রহণ করার ফলে কুরআন তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাতের চার পৃষ্ঠা দরস, অযিফাসমূহ, আউলিয়ায়ে কিরামের আলোচনা সংযুক্ত শাজারা শরীফের অযিফা পড়ার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে দিন আরম্ভ করা কত বরকতময় হবে। আসলে ফজরের পর তাফসীর শ্রবণ করার হালকা কল্যাণের সমষ্টি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অকৃতজ্ঞতাকারীর অভ্যাস থেকে বাঁচার জন্য বুযুর্গগণের বাণীর আলোকে আসুন এখন নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তিও শ্রবণ করি। যেমন,

অকৃতজ্ঞতার শাস্তি

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নিয়ামত নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকো কারণ যা নষ্ট হয়ে যায় তা দ্বিতীয়বার পাওয়া যায়না। আরো বলেন: যখন তোমাদের এদিক-ওদিক থেকে নিয়ামত অর্জন হতে থাকে তাহলে অকৃতজ্ঞতা হয়ে এর ধারাবাহিকতা থেকে নিজ থেকে দূর করো না। **(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুওকীহ বাতে, ৫১৫)**

হযরত মুগীরা বিন শু'বা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যিনি তোমাকে নিয়ামত দান করে তুমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো আর যে তোমার কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করে তুমি তাকে নিয়ামত দ্বারা ধন্য করে দাও কেননা অকৃতজ্ঞতা হওয়া দ্বারা নিয়ামত অবশিষ্ট থাকে না আর কৃতজ্ঞতা আদায় করার দ্বারা নিয়ামত কখনো নষ্ট হয় না। **(দ্বীন ও দুনিয়াকী আনুকীহ বাতে, ৫১৪)**

হযরত ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে যে আল্লাহ পাক যখন কাউকে কোন নিয়ামত দান করে অতঃপর সে ঐ নিয়ামত দ্বারা যুলুম ও নিপীড়ন দ্বারা কাজ সম্পন্ন করে তখন আল্লাহ পাক সেই নিয়ামতকে তার থেকে অবশ্যই বিলুপ্ত করে দেন। **(দ্বীন ও দুনিয়াকী আনুকীহ বাতে, ৫১৬)**

হযরত কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করে অতঃপর সে ঐ নিয়ামতের জন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে আর সেই নিয়ামতের কারণে আল্লাহ পাকের জন্য বিনীত করে তখন আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে এই নিয়ামত দ্বারা উপকৃত করেন এবং এর কারণে তার পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে নিয়ামত দান করেছেন এবং সে শুকরিয়া আদায় করলো না আর না সে আল্লাহ পাকের জন্য বিনীত করলো তখন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে এই নিয়ামতের উপকারীতা তার থেকে বন্ধ করে দেন আর তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেন, অতঃপর যদি আল্লাহ পাক চান তাকে পরকালে আযাব দিবেন কিংবা তাকে ক্ষমা করে দিবে। **(রসায়িল ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৫৫৫, ৯৩)**

নেক আমল বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টি বিভাগের মধ্যে হতে একটি অন্যতম বিভাগ "নেক আমল"ও রয়েছে। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র আকাঙ্খা আনুযায়ী ইসলামী ভাইয়েরা, ইসলামী

বোনেরা ও জামিয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীদের আমলদার বানানোর জন্য, "নেক আমল সমূহের উপর" আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য, "নেক আমল বিভাগ" গঠন করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: হায়! অন্যান্য ফরয সমূহ ও সুন্নাত পালনের সাথে সাথে সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই নেক আমলকেও নিজের জীবনের সংবিধান বানিয়ে নিতো ও দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল দায়িত্বশীল ইসলামী ভাইয়েরাও নিজ নিজ হালকাতে (এ নেক আমলের রিসালাকে) ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করতো এবং প্রত্যেক মুসলমান নিজ কবর ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য এ নেক আমলকে একনিষ্ঠতার সাথে গ্রহণ করে আল্লাহর দয়া ও বদান্যতায় জান্নাতুল ফেরদৌসে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতিবেশি হওয়ার মহান নিয়ামত অর্জন করে নিতো। আসুন! আমরাও নেকীর কাজে সামনে অগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করি এবং নেক আমলের উপর, না কেবল নিজে আমল করবো বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার কিছু পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বরকত ও অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শাস্তি শ্রবণ করলাম, আশা করা যায় যে অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকার মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু মনে রাখবেন! এই মাদানী চিন্তাধারা অনুযায়ী আমল করা এবং এর উপর অটল (Steadfastness) থাকার জন্য জরুরী হলো আমাদেরকে

নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার কিছু না কিছু পদ্ধতি জানতে হবে। তো আসুন! আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার কিছু পদ্ধতিও শ্রবণ করে নিই যাতে এর বরকতে আমরা আমাদের প্রতিপালকের কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যায়, যেমন

কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন!

(১) যখনও সুযোগ মিলে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে জ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার হাতে এসে যাবে ও সাথে সাথে নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতার মানসিকতাও সৃষ্টি হবে। কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “শুকর কে ফযায়িল” এবং হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র লিখিত কিতাব “ইহয়াউল উলুম” ৪ খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা অধ্যয়নে অসংখ্য উপকার রয়েছে।

নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকদের দিকে দেখুন

(২) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অভ্যাস করার জন্য সর্বদা নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকদের দিকে দেখুন আর মনমানসিকতা বানিয়ে নিন যে আমার নিকট তো আল্লাহ পাকের দেয়া অনেক নিয়ামত ও বিভিন্ন রকমের আরাম আয়েশ বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু অমুক ব্যক্তিতো অক্ষম সর্বদা অসুস্থ, পেরাশানের শিকার, অমুকের নিকটতো নিজস্ব ঘর কিংবা গাড়ি আর উত্তম পোষাকও নেই এমনকি সেই ব্যক্তি ২ বেলা খাবারের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী।

নিয়ামতের প্রতি গভীর চিন্তা করুন

(৩) কৃতজ্ঞতার অভ্যাস করার জন্য আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামতরে প্রতি চিন্তা করুন তিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, সাহাবায়ে কিরামগণ ও আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین। বুযুর্গানে দ্বীন, উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মুর্শিদের দয়ার ওসিলায় ও সদকায় দ্বীনি পরিবেশ দান করেছে, কুরআন, ঈমান, বরকতময় রাত ও দিন, মক্কা মুকররমা ও মদীনা মনোওয়ারা মত বরকতময় শহর, মসজিদ, মাদরাসা, জামিয়া, মাতা-পিতা, দ্বীনি ভাই-বোন, শরীরের অঙ্গসমূহ, আকল, পঞ্চইন্দ্রিয়, বাতাস, পানি, মাটি, আলো, স্থান, রোযগার, শীত, গরম, ঠান্ডা, মৌসম, যমিন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য, ঘুম, স্বাস্থ্য, ফল-মূল, প্রাণী, উদ্ভিদ, বর্ষা, দিন-রাত, ইত্যাদির মত মহান নিয়ামত আমাদের দান করছে, যদি আমাদের কোন একটি নিয়ামত অর্জন না হয় তো এসকল নিয়ামতের কথা ভুলে যায়, এরকম কখনো করা উচিত নয়।

অঙ্গসমূহের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন

(৪) মুখের সাথে সাথে অন্যান্য অঙ্গ যেমন হাত, পা, ও চোখ ইত্যাদির মাধ্যমেও এভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন যে এসবের দ্বারা কেবল জায়িয ও সাওয়াবের কাজ করবেন, নাজায়িয ও হারাম বরং অনর্থক কাজে এসব অঙ্গগুলোকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন, হযরত যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাকের একটি হক এটা যে, সে এই নিয়ামতের মাধ্যমে নাফরমানী করবে না।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ১৯/১৯১)

মুসিবতে ধৈর্যধারণ করুন

(৫) মুসিবতের সময়ও কৃতজ্ঞতার অভ্যাস করে নেওয়া উচিত, যেমন আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে তিনি কোন বড় মুসিবত কিংবা রোগ প্রেরণ করেননি। আমাদের বুযুর্গগণতো মুসিবত আসার প্রতি খুশি হতেন যেমন বর্ণিত আছে,

হযরতে ফাতাহ মাওসুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাথা ব্যাথা হয় তখন খুশি হলে বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে ঐ রোগ দিয়ে দয়া করেছেন যা আম্বিয়াগণদের عَلَيْهِمُ السَّلَام নিকট হতো, তাই এর শুকরিয়ার্থে ৪০০ রাকাত নফল পড়বো। **(১৫২ রহমত পূর্ণ ঘটনা, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

(৬) প্রত্যেক মাসে ৩ দিন মাদানী কাফেলাতে সফল করুন আর প্রতিদিন নেক আমলের হিসাব করে নেক আমলের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে আপনার নিকটস্ত যিম্মাদারকে জমা করার অভ্যাস করুন এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারাতে অংশ গ্রহণ করার অভ্যাস করুন, সৎসঙ্গ পাওয়া যাবে ও সৎসঙ্গের বরকতে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হবে।

(৭) মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অভ্যাস হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষের দিকে সুন্নাতের ফযীলত ও কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য আর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে

আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৯৭, হাদীস: ১৭৫)**

ইন সব মুবাল্লিগো কে খাবো মে আব করম হো,
আকা জু সুন্নাতো কি খিদমত বাজা রেহে হে।

(ওয়াসায়লে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

মুসাফাহা ও আলিঙ্গনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মুসাফাহা ও আলিঙ্গন সম্পর্কে কতিপয় আদব ও সুন্নাত শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি! প্রথমে ২টি হাদীস লক্ষ্য করুন: (১) একে অপরের সাথে মুসাফাহা করো, এতে হিংসা চলে যেতে থাকে আর উপহার পাঠাও পস্পরের মাধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুতা চলে যেতে থাকবে। **(কিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদব, ২/১৭১, হাদীস: ৪৬৯৩)** (২) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪,দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)** ❁ উভয় হাতে মুসাফাহা করুন। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৯৮)** ❁ যতবারই সাক্ষাৎ হয় বার বার মুসাফাহা করা মুস্তাহাব। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৯৮)** বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এটা সুন্নাত হওয়াটা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নয় কিন্তু মূলত মুসাফাহার জায়িয হাদীস দ্বারা প্রামাণ তখন সেটাও জায়িয মনে করা হবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬, ৯৮)** ❁ শুধুমাত্র আঙ্গুল স্পর্শ করার নাম মুসাফাহা নয় সুন্নাত হচ্ছে উভয়

হাতের সাথে মুসাফাহা করা আর উভয়ের হাতের মাঝে কাপড় ইত্যাদি কোন জিনিস যেনো আড়াল না হয়। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

মুসাফাহা ও আলিঙ্গনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকাতে বয়ান করা হবে, আর তা জানার জন্য তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)